R. N No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
৩৫ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা মাঘ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
১৭ই জানুয়ারী, ২০০৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

বেআইনী বিদ্যুৎ সংযোগের অভিযোগে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সন্ন্যাসীডাঙ্গা গ্রামে বেশ কয়েক বছর আগে ৬-৭ জনের একটা কমিটি গঠন করে 'নাইত বৈদড়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি' চালু হয়। বর্তমানে লাভজনক সংস্থা হিসাবে এটি এলাকায় পরিচিত। এদের নয়া সংযোজন কোলষ্টোর-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় গত ১১ ডিসেম্বর '০৬। সেখানে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরের কোন রকম অনুমতি ছাড়াই ঐ দিন ৪০ কে ভি ক্ষমতাসম্পন্ন কোলষ্টোরেজের মেসিন সংস্থার নিজস্ব লাইনে কনট্রাকটরকে দিয়ে চালু করা হয়। এইভাবেই নাকি কোলষ্টোর চালু থাকে। এই খবর জানতে পেরে রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বি এল এণ্ড এল আর ওর কারসাজিতে জলাশয়কে পতিত জমিতে শ্রেণী পরিবর্তন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বি, এল, এন্ড এল, আর, ও সৈয়দ আসরাফ নেওয়াজের বিরুদ্ধে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনে মদত দেয়া, পয়সা ছাড়া কোন কাজ না করা, অফিসে লোকজনের সাথে দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি নানা অভিযোগ থাকা সত্বেও নাকি তার লম্বা হাতের কারসাজিতে কোন ধরনের তদন্ত হয়নি। সম্প্রতি বি, এল, এন্ড এল, আর, ও সাহেব বাসুদেবপুর মৌজার ৩৭৩ নম্বর দাগের ২৭ শতকের একটি জলাশয়কে এল আর রেকর্ডে পতিত করে ছেড়েছেন। অফিসারের কুকর্মের প্রতিকার চেয়ে জনৈক স্বপন চ্যাটার্জী, বলরাম। কর্মকারসহ কয়েকজন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন। তার প্রেক্ষিতে মহকুমা শাসকের নির্দেশে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুষ্প প্রদর্শনীর অন্তরালে নোংরা নাচের আসর

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পি, ডবলিউ, ডি ময়দানে গত ৯ থেকে ১৩ জানুয়ারী পুষ্প প্রদর্শনী ও কৃষিমেলা চলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। জঙ্গিপুরে ভাগীরথী ব্রীজ সংলগ্ন 'নিউ মর্ণিং ষ্টার' ক্লাবের উদ্যোগে এই পুষ্প প্রদর্শনীর প্রবেশ মূল্য ধার্য্য ছিল দু' টাকা। এছাড়া বুগিবুগি ড্যান্স অনুষ্ঠানের জন্য অতিরিক্ত আট টাকা টিকিট চালু করা হয়। আনন্দ বিনোদনের নামে সেখানে হাফ প্যান্ট গেঞ্জি পরা এক যুবকের সঙ্গে হাফ প্যান্ট ও অন্তর্বাস পরিহিতা এক যুবতীর গানের তালে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুলিয়ে নোংরা নাচের আসর চলে। পুষ্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানকে ম্রিয়মান করে এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য ছেলে ছোকরাদের লাইন পড়ে যায়। কয়েকজন যুবক অপসংস্কৃতি রুখতে জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ করতে গেলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুৎ দপ্তরের তুঘলকীতে গ্রাহক পরিষেবা ব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার মহম্মদপুরের বাসিন্দা আক্তার হোসেন বিদ্যুৎ লাইনের জন্য জঙ্গিপুর গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লায় এ সরকারী নিয়ম মতো যাবতীয় টাকা জমা দেন। এরপর সরজমিন তদন্ত করে গত ৯ নভেম্বর '০৬ তাঁর বাড়ীতে কানেকশন দেন বিদ্যুৎ দপ্তরের জনৈক কর্মী জানাবাবু। সারভিস কানেকশন নং জি ডি / ৯৫৯৫, মিটার নং ৬৪৮১৭৯, ইনিসিয়াল রিডিং ০০০০১। ২৫ নভেম্বর '০৬ যথারীতি আক্তার হোসেনের বাড়ীতে এসে মিটার রিডিং নিয়ে (০০০১৩) মিটার কার্ডে সই করে যান জনৈক কর্মী। এরপর হঠাৎ গত ১০ ডিসেম্বর '০৬ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী শ্রীজানা ও বিদ্যুৎ দপ্তরের দালাল বলে পরিচিত স্থানীয় ফারুক সেখ আক্তার হোসেনের বাড়ী এসে বিদ্যুৎ কানেকশন কাটতে উদ্যত হন। আক্তার হোসেন বাইরে থাকায় তাঁর স্ত্রী তুলি বিবি কর্মীদের ব্যবহারে বিচলিত হয়ে পড়েন। ওরা তুলি বিবিকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ কাটতে না পেরে চলে যান। এই পরিস্থিতিতে তুলি বিবি জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীর বিরুদ্ধে ডাইরী করতে যান। কিন্তু ডাইরী না নিয়ে তাকে ঘুরিয়ে দেয়া হয় বলে অভিযোগ। ১৭ ডিসেম্বর '০৬ পুনরায় জানাবাবু ফারুক সেখকে সঙ্গে নিয়ে আক্তারের মিটার (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা মাঘ বুধবার, ১৪১৩ সাল।

হায় নেতাজী !

আগামী ২৩ জানুয়ারী দেশের সর্বত্র নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইবে। তদুপলক্ষে তাঁহার মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, এলগিন রোডস্থ নেতাজীর বাসভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন তথা নানা স্থানে তাঁহার স্মৃতিচারণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হইবে।

আপোসী স্বাধীনতার যিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন, যিনি ভারতের জন্য চাহিয়াছিলেন অখন্ড স্বাধীনতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে যিনি এই যুদ্ধ বাধিবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, দেশের জন্য নানা শিল্প-পরিকল্পনার কথা যিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, মাতৃমুক্তির সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিতে হয়, যিনি পরবর্তী সময়ে গান্ধীজির দ্বারা 'The patriot of the patriots' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন এবং ধান্দাবাজ ব্যক্তিদের দ্বারা যিনি হিটলারের কুইসলিং এবং তোজোর কুকুর ইত্যাদি আখ্যা লাভ করেন, সেই প্রকৃত দেশপ্রাণ সুভাষচন্দ্র সারা বিশ্বের দরবারে এক অপরিমেয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সর্বপ্রকারের নিন্দা ও প্রশংসাকে অগ্রাহ্য করিয়া। ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি অপর রাষ্ট্রের (যেমন আমেরিকার) সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে, তবে ভারতীয় জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি অন্য রাষ্ট্রের সহায়তা চাহিলে তাহা আদৌ দূষনীয় নহে—ইহাই তিনি উচ্চকন্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার'—ইহা তাঁহার কন্ঠ হইতে নির্দ্বিধায় ঘোষিত হইয়াছিল। কোন কষ্টই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অশেষ কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি ভারত ত্যাগ করেন ; জার্মানী হইতে সজাগ শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া ৯০ দিন সাবমেরিণে করিয়া বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া জাপানে উপস্থিত হন—সবই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল, যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে তিনি চাহিয়াছিলেন দেশমাতৃকার পরাধীনতার নাগপাশমুক্তি।

এই নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন ১৯৪৪ সালে তাবৎ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের তৎকালীন ক্রিয়াকলাপে ভারত বিভক্ত হইবার আভাস পাইয়াছিলেন এবং অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণায় তিনি বেতার ভাষণে বলিয়াছিলেন—"I lvehemently oppose the Pakistan scheme for the vivisection of our motherland" ....."Our divine motherland shall not be cut up." কিন্তু ক্ষমতা-লাভের লোভ দেশপ্রেমকে মান্যতা দিল না। সেই ভারত-দ্বিধাকরণের বিষবৃক্ষ আজ মহীরুহ হইয়া দেশের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে নানা অশান্তি। নেতাজীর ভারতের স্বপ্নসাধ আমরাই—তাঁহার দেশবাসীরাই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আজ তাঁহার জন্মজয়ন্তী পালনের বিবিধ ঘটা করিতেছি। ইহা অদৃষ্টের এক পরিহাস।

দেশের মধ্যে আজ নানা রাজনৈতিক দল নিত্য স্বার্থদ্বন্দ্বে মত্ত। এক দলের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিতেছে অন্য দল। ফলতঃ কোন ক্ষমতাসীন দলের উপযুক্ত বিপক্ষ সেই ক্ষমতাসীন দলের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে সোচ্চার হইয়া জনকল্যাণ-মুখী কর্মধারার সৃষ্টি করিবে—তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। একই দলে নানা ভাঙন ; আর প্রতিপক্ষ দল সেই ভাঙনকে কেন্দ্র করিয়া নিজের সুবিধা লাভে সচেষ্ট। দেশের অবস্থা তথৈবচ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনচর্চা, তাঁহার জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্যে রূপায়িত করিবার প্রবৃত্তি আমাদের অদ্যাপি জন্মিল না—ইহাই মর্মান্তিক।

ওয়ার্ক কালচার

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আসলে আমরা কেউই মনে প্রাণে দেশকে ভালোবাসিনা। আমরা ভালো-বাসি নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করতে। দেশকে ভালোবাসে ইংরেজ, জার্মান, জাপান, রাশিয়া, চীন, আমেরিকা এবং আরো কতো প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশ। আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি আর নকলনবিশি করি। যে ইংরেজের আজ এত বাড়বাড়ন্ত পাঁচ হাজার বছর আগে সে ছিল একান্ত বর্বর ও অশিক্ষিত। ইন্দোইউরোপিয়ান ভাষার একটি অংশ টিউটনিক। সেই ভাষার দুটি ভাগ—হাই জার্মান ও লো-জার্মান। ইংরেজি ভাষা এই লো-জার্মান বংশোদ্ভুত। অর্থাৎ একান্তভাবে গ্রাম্য একটি ভাষা। কিন্তু এমনি তাদের স্বদেশপ্রেম যে এই গ্রাম্য ভাষাকে তারা অচিরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় পরিণত করেছে। যেমন যেমন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এবং পররাজ্য অধিকৃত হয়েছে তেমন তেমন ইংরেজি ভাষা অধিকৃত দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। আর আমরা নিজেদের ভাষাকে অবহেলা করে এই বিদেশী ভাষার মোহে আচ্ছন্ন। আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পূর্ব গৌরব, সংস্কৃত ও সংস্কৃতি সব ভুলে গিয়ে "পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ / পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।" দেশকে ভুলে গিয়ে জনৈক আত্মবিস্মৃত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ইংলন্ডকেই নিজের দেশ বলে মনে করতেন এবং দামী মদ্যপানের জন্য নিজেকে ধন্য মনে করে আত্মপ্রশংসায় মত্ত হতেন। মাঝে মাঝে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতেন এই বলে যে তিনি মনে প্রাণে বাঙালী এবং দেশের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে এবং হতভাগ্য দেশ তাঁর ব্যথা বোঝে না। কিন্তু এ সবই যে তাঁর ভন্ডামি ও আত্মপ্রবঞ্চনা তা বুঝতে কারো কষ্ট হতো না। দেশে ব্রিটিশ শাসন আরো বেশ কয়েক বছর নাকি চালু থাকা উচিত ছিল, এই তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। তাহলে নাকি দেশ আরো উন্নত হতে পারত এবং অকালে স্বাধীন হওয়ার ফলে যে পতন ও পচন দেখা দিয়েছে তা রোধ করা যেত। এই হলো টিপিক্যাল বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মনস্তত্ব। দেশের ও দশের জন্য কোনো স্বার্থ ত্যাগ করব না। নিজের কোলে ঝোল টানব, উন্নতির জন্য ইংরেজকে বাহবা দেব আর অবনতির জন্য দুয়ো দেব দেশের বরেণ্য নেতাদের। মাইকেলেরও আত্মচেতনা হয়েছিল, তাঁকে আত্মবিলাপ করতে হয়েছিল, কিন্তু এই সব বুদ্ধিজীবীরা এতদূর আত্মমর্যাদাহীন ও পরানুকরণে অভ্যস্ত যে তাঁরা স্বাধীনতার জন্য লজ্জাবোধ করেন, ইংরেজকে চাটুবাক্য বলে গর্ববোধ করেন এবং পরাধীনতার গ্লানির জন্য বেদনা অনুভব করেন না। এঁরা সহজেই ভারতকে দ্বিখন্ডিত করতে রাজী হন এবং পাকিস্তানের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠাকে নিন্দা করেন। একদল ইংরেজের পদ লেহনে মত্ত। আর অন্য দল ছলে বলে কৌশলে ইলেকশন বৈতরণী পার হয়ে ক্ষমতার গদিতে বসতে চান। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য কিছু লোককে বোকা বানাতে পারা গেলেও সর্বকালের জন্য সব লোককে যে বোকা বানানো যায় না, এ সহজ সত্যটা তাঁরা যতো তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন ততোই মঙ্গল।

(৩য় পৃষ্ঠায়)

সদ্ভাব ও সম্প্রীতির আলোকে আয়রা গ্রাম

অসিত রায় ঃ সদ্ভাব আর সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখলো আয়রা পল্লী উন্নয়ন সমিতি। আগের দু'বছরের মতো এবারও গ্রামবাংলার হানাহানি আর বিরোধের ঊর্দ্ধে থেকে জাত, পাত, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে একাত্ম হয়ে মহামিলনের যে প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন তা অনবদ্য। পূর্বতর্তী বছরগুলোর অনুষ্ঠান মূলতঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় এবারের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের দিন গ্রামের কোন বাড়ীতেই থাকে না রান্নার ব্যবস্থা। পরিবর্তে গ্রামের প্রান্তে মাঠে প্রত্যন্ত নিরিবিলিতে আয়োজন হয় পৌষাল্লর পঙ্‌তি ভোজের। সেই সাথে ছিল নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক, বাউল, আদিবাসী নাচ, বসে আঁকো, যেমন খুশী সাজো প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যা একান্তভাবেই গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অর্থের সিংহভাগ আসে গ্রামের সহৃদয় স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কাছ থেকে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদেরও সহযোগিতা রয়েছে অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার। গ্রামের সাক্ষরতার হার প্রায় ৭০%। অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো। দুবেলা দুমুঠো খেতে না পেয়ে অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে মারা যাওয়ার ঘটনা এখনও ঘটেনি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজ্ঞের মতো সমাজের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত আছেন এই গ্রামেরই কৃতি সন্তানেরা। এক সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানালেন কর্মকর্তাদের একজন সাগর দত্ত।

উড়িষ্যার শিক্ষা মন্ত্রী ধুলিয়ানে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্ত্রীর মানসিক থাকায় উড়িষ্যার শিক্ষা মন্ত্রী সমীরকুমার দে সম্প্রতি সস্ত্রীক ধুলিয়ানে আসেন। সেখানে থানা লাগোয়া কালীমন্দিরে তাঁরা পুজো দেন। জানা যায়, প্রায় পনর বছর আগে এই কালীমন্দিরে তাঁর স্ত্রী মানসিক করেছিলেন। সেই কারণেই তাঁদের এখানে আসা। এরপর তাঁরা ভারত সেবাশ্রম সংঘের মন্দিরও দর্শন করেন। প্রশাসনিক কোন সাহায্য না নেয়ায় সাধারণ মানুষ তাঁদের সাথে সহজভাবে মেশার সুযোগ পান।

মেয়ে পাচারের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি এলাকার মনিগ্রামের টনিক প্রামানিকের মেয়ের বিয়ের দিন ঠিক হয় আগামী ১৪ মাঘ। হঠাৎ গত সপ্তাহ থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিবেশী কার্তিক কালিদহ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে এক ঠিকাদারী সংস্থায় কাজ করে। তার সঙ্গে কয়েকজন অবাঙ্গালী কাজের ছুতোয় গ্রামে আসা যাওয়া করত। তারাই মেয়েটিকে পাচার করেছে বলে এলাকায় গুঞ্জন উঠেছে।

তরকারি বাজারে ব্যাপক জুয়োর আসর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর শহরের তরকারি বাজারের পাশেই পাইকারী বাজার। বাজার শেষ হয়ে গেলেই সেখানে প্রতিদিন চার-পাঁচ জায়গায় জুয়োর আসর বসে যাচ্ছে। এরফলে বাইরে থেকে তরিতরকারি নিয়ে আসা চাষীরা প্রলোভিত হয়ে জুয়ো খেলতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে নিত্যদিন। সাদা পোষাকের পুলিশ ঘোরাঘুরি করে শুধু পয়সা কামানোর অজুহাতে।

রাস্তার পরিধি কোথাও ছোট কোথাও বড়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের সাংসদের কোটার টাকায় রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের প্রস্তাবিত রাস্তাটির নাম কাগজে কলমে মিঠিপুর—ভৈরবটোলা হলেও বর্তমানে রাস্তাটি হচ্ছে মিঠিপুর থেকে সেকেন্দ্রার কৃষ্ণকালীতলা পর্যন্ত। বাকি ভৈরবটোলা পর্যন্ত জঙ্গিপুর ব্যারেজ হয়ে বর্ডার ইন্সপেকসন রোড হয়েই আছে। কোথাও রাস্তার পরিধি ছোট, কোথাও বড় করে তৈরী করা হচ্ছে বলে এলাকাবাসীরা জানান।

রঘুনাথগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কল্পতরু উৎসব

'কল্পতরু' উৎসব উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে এক উৎসবের আয়োজন হয় ৭ জানুয়ারী। অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী ঈশাত্মানন্দজী তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদার ভাবধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আশ্রমের সম্পাদক প্রশান্ত সিনহাও তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মন জয় করেন।

ওয়ার্ক কালচার (২য় পৃষ্ঠার পর)

ওয়ার্ক কালচার কথাটা শুনতে গালভারী। কিন্তু তা শুধু কথার কথা হয়েই থাকবে যদি ওয়ার্ক কালচার বা কর্মনিষ্ঠার জন্য যা প্রাথমিক শর্ত সেটা না থাকে। সেই শর্ত হলো স্বদেশচেতনা। কর্মনিষ্ঠার উদ্দেশ্য দেশের দশের জন্য কিছু করা। দেশের ও দশের জন্য কিছু করতে গেলে একটা অনুকূল মানসিকতা দরকার। সেই মানসিকতার উৎস স্বদেশচেতনা, দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা। অন্য লোকে আমাদের দেশকে শিক্ষিত করে দেবে বা আমাদের ভালো করে দেবে এ ইচ্ছা ইচ্ছাপূরণ বা wishfulfilment মাত্র। তা আকাশকুসুম হয়েই থাকবে যদি আমরা নিজেরা নিজেদের কথা, নিজেদের দেশের কথা না ভাবি এবং দেশ গড়ার কাজে না এগিয়ে আসি। যখন আমরা বুঝতে পারব কর্মনিষ্ঠা জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমেরই একটি সার্থক উপায় তখন আমরা কথায় বড়ো না হয়ে কাজে বড়ো হতে চেষ্টা করব। (প্রকাশ ২০০০) (চলবে)

কাজের লোক চাই

প্রতিষ্ঠিত ফার্মের জন্য বি-এ, বি-এসসি এবং বি-কম পাশ, সাইকেল ও মোটর সাইকেলে রপ্ত তিনজন কাজের লোক প্রয়োজন। কম্পিউটার জানা প্রার্থী বিশেষ অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স অনূর্দ্ধ ৩০।

যোগাযোগ ঃ— মোবাইল - ৯৪৩৪০০০৬৪৭

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দীতে যে কোন রবার স্ট্যাম্প এক ঘন্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

প্রোঃ অসিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৭৫৫৫ ☐ মোবাইল-৯৪৩৪৭৩৮৬৮৪

সেলসম্যান চাই

একজন অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েট সেলসম্যান চাই।

যোগাযোগ ঃ— ৯২৩২৩৬৬৭২৪

Murshidabad College of Engineering & Technology

P.O. Cossimbazar Raj, Banjetia, Murshidabad

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotation in prescribed proforma for item wise rates are invited from the bonafied resourceful & experienced contractors & labour contractors having experience in the similar type of work and have the credential of successful completion of such work.

1.	Name of work :-	Labour work including hire charges of all tools & plants for proposed construction of a five stored academic building within college campus at Banjetia, Berhampore. Portion from ground floor to second floor.	
2.	Estimated cost of work :-	Rs. 1,48.90,000.00 (including all materials, labour charges etc.)	
3.	Time for completion :-	180 days.	
4.	Earnest money :-	Rs. 10,000.00 by demand draft in favour of "Murshidabad College of Engineering & Technology". [Cost of schedule form Rs.100/- to be paid in cash]	
5.	Last date for submission of application for Schedule of work :-	upto 20.01.2007	4.00 pm
6.	Last date for sale of Schedule work & other Documents :-	on 22.01.2007	upto 4 pm
7.	Last date & time for receiving of quotation :	on 27.01.2007	at 2-30 pm
8.	Date of opening quotation in precence of Principal and Quotatieners :-	27.01.2007	at 3-00 p.m.

The intending quotationers should submit application along with papers in support of their experience & credential, attested copies of S. T, I. T. & P. T certificates within stipulated date.

Quotation in sealed covers should be superscribed as "Quotation of labour rates for construction of proposed five stored academic building of M.C.E.T." and address to
The Principal, M.C.E.T.,
P.O. Cossimbazar Raj, Banjetia, Murshidabad.

S/D Prof. Robin Mazumdar
Murshidabad College of Engineering & Technology
Banjetia, P.O. Cossimbazar Raj, Murshidabad

Memo No. 14/En/3/1-4/07 Dated 12/01/07

পরিষেবা ব্যাহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খোলার জন্য তাঁর বাড়ী গিরে ঘরের দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে ব্যর্থ হন। শেষে ফারুক সেখকে পোলে উঠিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিয়ে আসেন। কি কারণে কোন্ ত্রুটিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের এই অসহ-যোগিতা—এ ব্যাপারে তদন্ত দাবী করছেন বিদ্যুৎ গ্রাহক আক্তার হোসেন।

নোংরা নাচের আসর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন ব্যবস্থা নেবে না জানিয়ে দেয়। উল্লেখ্য এর আগের সপ্তাহে জোতকমল নবতরুণ সংঘের পুষ্প প্রদর্শনীতেও ঐ একই দল উগ্র পোষাকে দেহ সর্বস্ব নাচের আসর জমায়। সেখানে এক যুবক মেয়ের গায়ে হাত দিলে অশান্তি চরমে ওঠে বলে খবর।

টাকা জরিমানা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার এবং ষ্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট ডিসেম্বরের শেষের দিকে পুলিশ নিয়ে সরজমিন তদন্তে সন্ন্যাসীডাঙ্গা যান। সেখানে অবৈধভাবে কোলষ্টোরেজের লাইন চালুর অভিযোগ প্রমাণ পায়। তারা সংযোগ কেটে দেন। এই অনৈতিক কাজের জন্য পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে বলে বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা যায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির ম্যানেজারের বক্তব্য—উদ্বোধনের দিন পরীক্ষামূলকভাবে সকলের উপস্থিতিতে আমাদের লাইন থেকে কোলষ্টোরেজ চালু করা হয় কিছুক্ষণের জন্য।

শ্রেণী পরিবর্তন

(১ম পৃষ্ঠায় পর)

গত মাসে এস, ডি, এল, আর, ও সরজমিন তদন্ত করেন। এই প্রসঙ্গে এস, ডি, এল, আর, ও-র বক্তব্য—৪ সি কনভারসন আইন অনুযায়ী বি, এল এন্ড এল, আর, ও-র শ্রেণী পরিবর্তনের কোন ক্ষমতা নেই।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুক্ত পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।